শ্রীমান

পৃথ্বীরাজ

...হিনী
বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়
আলোক চিত্র
শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদনা
দুলাল দত্ত
শিল্প নির্দেশনা
সুনীতি মিত্র
রূপসজ্জা
শক্তি সেন
কর্মাধ্যক্ষ
দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্মসচিব
নিখিল সেনগুপ্ত
সংগঠক
নিতাইচন্দ্র সাহা
গীত রচনা
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শব্দগ্রহণ
বানী দত্ত । ইন্দু অধিকারী
দুর্গা মিত্র
সঙ্গীতানুলেখন
শ্যামসুন্দর ঘোষ
সাজসজ্জা
সিনে ড্রেস । পচা দাস

স্থির চিত্র
স্টুডিও বলাকা
পট শিল্প
বলরাম চট্টোপাধ্যায় । নবকুমার কয়াল
সহকারী পরিচালক
ধ্রুব রায়চৌধুরী । শ্রীনিবাস চক্রবর্তী
বিশেষ সহকারী
রমেশ সেন

নেপথ্য-কন্ঠসঙ্গীত
লতামঙ্গেশকর । হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
আরতি মুখোপাধ্যায় । তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারীবৃন্দ

আলোকচিত্র
পান্থ নাগ । কেস্ট মণ্ডল । ক্ষেত্র জেন্না
সুরসৃষ্টি
সমরেশ রায় । বেলা মুখোপাধ্যায়
সম্পাদনা
শক্তিপদ রায়
শিল্প নির্দেশ
বলদেব ঘোষ
শব্দধারণ
পাঁচু মণ্ডল । নিতাই জানা
শব্দ পুনর্যোজন
জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় । পাঁচুগোপাল ঘোষ
ভোলানাথ সরকার
ব্যবস্থাপনা
জগদীশ মজুমদার । গোপাল দাস
রূপসজ্জা
সুভাষ সেন

সংগঠন
অলোক কুমার ঘোষ
ক্যালকাটা মুভিটোন এবং টেকনিসিয়ান্স
স্টুডিওতে গৃহীত ও আর, বি, মেহতার
তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে
পরিস্ফুটিত ।
স্টুডিও তত্বাবধান
দাশরথি চৌধুরী । বিজয় বসু
আনন্দ চক্রবর্তী
আলোক সম্পাত
হরেণ গাঙ্গুলী । প্রভাষ ভট্টাচার্য
সুধীর সরকার । সুদর্শন দাস
দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় । অভিমন্যু দাস
খাঁদু পাত্র । অবনী নস্কর । শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়
হরিপদ হাইত । শৈলেন দত্ত
পরিস্ফুটন
অবনী রায় । তারাপদ চৌধুরী
ফনী সরকার । নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
অমলেন্দু মণ্ডল । অবনী মজুমদার
কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপদানে

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় । মহুয়া রায়চৌধুরী
ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । ইন্দ্রনীল দত্ত
সত্যজিৎ বসু । তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্যামল মুখোপাধ্যায় । হিরন্ময় মিত্র
বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
উৎপল দত্ত । সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
রবি ঘোষ । চিন্ময় রায়
সন্তোষ দত্ত
রীণা ঘোষ । পুরোধা বসু
ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় । গীতা নাগ
পদ্মা দেবী । নিভাননী দেবী
রূপক মজুমদার । স্মরজিৎ সিন্‌হা
তপেন চট্টোপাধ্যায়
দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
মনু মুখোপাধ্যায়
হরিধন মুখোপাধ্যায়
অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় । নিখিল সেনগুপ্ত
সাইমন উড । পিটার কাউপার

আর.এন. মালহোত্রা এবং
রাজা কাপুর প্রযোজিত
কে.এল.কাপুর ফিল্মসের নিবেদন

শ্রীমান পৃথ্বীরাজ

চিত্রনাট্য । সংলাপ । পরিচালনা
তরুণ মজুমদার
সুরসৃষ্টি
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

এইচ স্টুবার । ল্যারী ওয়াকার
পিটার স্কট । মিসেস ও'নীল
জুলি ব্রিন্টন । মারিয়া ওয়াকার
ইংগেবার্গ সাহা
শিউলি মুখোপাধ্যায় । বুলবুল চট্টোপাধ্যায়
ডালিয়া পাল । বকুল ব্যানার্জী । রেণু ঘোষ
লক্ষ্মী পুরবংশী । সঙ্গিতা মুখোপাধ্যায়
ইন্দুলেখা চট্টোপাধ্যায় । চিত্রা চট্টোপাধ্যায়
আলপনা বসাক । অর্চনা ঘটক । মাধবী
রামচন্দ্র চৌধুরী । শ্যাম লাহা
অজিত চট্টোপাধ্যায় । সজন সেনগুপ্ত
বীরেন চট্টোপাধ্যায় । গোবিন্দ চক্রবর্তী
মৃণাল মুখার্জী । উমানাথ ভট্টাচার্য
কৃষ্ণকালী ভট্টাচার্য । ফকিরদাস কুমার
রতন বন্দ্যোপাধ্যায় । গোপাল রায়
রথীন হালদার । বলাই দাস
হারাধন গোপ । দেবীদাস ঘটক
প্রবীর ঘোষ । কার্তিক স্বর্ণকার
সুধাময় গৌতম । দিলীপ মুখোপাধ্যায়
অর্নব মজুমদার । বিশ্বনাথ ঘোষ
নীহার চক্রবর্তী । স্বরদেব রায় । শম্ভু পাল
রঘুনাথ দে । নারায়ণ দাস । নিমাই দত্ত
সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় । ননীগোপাল চট্টোঃ
অজিত রায় । চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়
অনিল রায় । অমর বন্দ্যোপাধ্যায়
পান্না । দিলীপ । মনীষ । জহর । রঞ্জিত
সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় । সুবোধ
তারক সরকার । হীরালাল কুণ্ডু
ও
দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে
সন্ধ্যা রায় । বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

প্রচার পরিকল্পনা
বিদ্যুৎ চক্রবর্তী

বিশ্ব পরিবেশনা
কে. এল. কাপুর ডিষ্ট্রিবিউটার্স

শ্রীমান পৃথ্বীরাজ ।। কাহিনী

শ্রীমান রসিকলাল মুখুজ্যে—ওরফে 'রসুকে'।
পনের বছরের ঐ পুঁচকে ছোড়ার জন্যে বাপ বনমালী মুখুজ্যের চোখের ঘুম প্রায় পালাতে বসেছে।
এমন কোন দুষ্টুমি নেই যা তার সাধের বাইরে।
এমন কোন ডানপিটেমি নেই যাতে সে পোক্ত নয়।
ইশকুলের মাস্টার মশাই আর পাড়াপড়শীদের নালিশ শুনতে শুনতে
বনমালীবাবুর কান ঝালাপালা
লেখাপড়ায় সে বরাবরই কাঁচা—বিশেষতঃ ইতিহাসে। পরীক্ষার খাতায় গোল্লা পাওয়াটা
তার ডাণ্ডার লিখন। কিন্তু, এরই মধ্যে, কি করে,
হঠাৎ ইতিহাসের বিখ্যাত বীর পৃথ্বীরাজের ভাগ্যটা ফিরে গেল।
অর্থাৎ, কখন যেন রসিক আবিষ্কার করে ফেলল যে, শৌর্যে, বীর্যে, চেহারার দাপটে এবং
আরো অনেক অনেক গুণপনায় রাজার মতো রাজা যদি কেউ ভূ-ভারতে জন্মে থাকে তো
সে হল পৃথ্বীরাজ—আর কেউ নয়।
বাস্, সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা জারী হল যে, গোলকপুর হাই ইশকুলের তাবৎ পড়ুয়াদের মধ্যে
সবাই যেন আজ থেকে মুকুটহীন শ্রীমান রসিকলালকে রাজা পৃথ্বীরাজের সম্মান দেয়।
অন্যথায় উচিত শিক্ষা অবশ্যম্ভাবী।

ব্যাপারটা অবশ্য খুব সহজে নিষ্পত্তি হয়নি।
সহপাঠীদের মধ্যে বিরোধী দলের সর্দার অন্তা এ হুকুম অমান্য করে নিজেকে 'আলেকজেন্ডার'
বলে ঘোষণা করতেই বেধে গেল ধুন্দুমার কাণ্ড।
টিফিন পিরিয়ডে দুই রাজার লড়াইতে বেশ কিছু সৈন্য জখম হল।
ফলে, অন্তার নালিশে হেডমাস্টার মশাইয়ের হাতে রসিকের নাম কাটা গেল ইশকুলের খাতা থেকে।
খবরটা বনমালীবাবুর কানে পৌঁছুতেই অগ্নিকাণ্ডের উপক্রম। ছেলেকে তিনি খুনই করে
ফেলবেন! কিন্তু মাথার ওপর যার দু-দুটি মা (একটি সৎ ও একটি আপন)
এবং একমেবাদ্বিতীয়ম ঠাকুমার অঢেল প্রশ্রয়, বাবার রাগ তার কতটুকু কি করবে?
সুতরাং সে যাত্রায় পার পেয়ে গেল রসিক, এবং ক'দিন বাদেই পূর্ব-অপমানের শোধ নিল—
একদিন দুপুরে ডলতির ঘায়ে অন্তাকে পুকুরে চুবিয়ে।
কিন্তু এবার আর নিস্তারের পথ না পেয়ে রসিক হল নিরুদ্দেশ—
যাবার আগে প্রাণের বন্ধু মাখমলালের জমানো টিফিনের পয়সাগুলো পকেটস্থ ক'রে।
চুপি চুপি বলে গেল, সে চলেছে তিব্বতে—সন্ন্যাসী হয়ে—একদিন যে পথে
দীপঙ্কর—শ্রীজ্ঞান গিয়েছিলেন। বাড়িতে রেখে গেল একটা চিঠি—বাবার নামে—
যাতে ইঙ্গিত ছিল যে, সে গাঁয়েরই বোস-পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করছে—
এবং মৃত্যুর পর যেন পুকুরের ধারে তার নামে একটা সমাধি-মন্দির তৈরী করে দেয়া হয়—
অনেকটা তাজমহলের ধাঁচে।

বাড়িটা যখন মড়া কান্নায় ভেউ ভেউ করছে—রসিক তখন ওদিকে এক মালগাড়িতে
সওয়ার হতে গিয়ে কিছুদূরের এক জংশন স্টেশনে রেলপুলিশের হাতে পাকড়াও।
সে যাত্রায় তিব্বত যাওয়া বন্ধ রইল ঠিকই,
কিন্তু লাভের মধ্যে লাভ হল এই যে, অবিলম্বেই বাড়ির মেয়েদের পেড়াপীড়িতে
রসিককে গিয়ে দাঁড়াতে হল ছাদনাতলায়, টোপর মাথায় দিয়ে।
বউয়ের নাম অমলা। ফুলশয্যার রাতেই বোঝা গেল মেয়েটি বড় সহজ চীজ নয়।
দেখতে ভালো তো বটেই,
এমন কি পড়াশোনাতেও অনায়াসে স্বামী-দেবতার কানদুটি কেটে নিতে পারে
বিরাগমনে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে, পরমপূজনীয় শ্বশুরমশাই রায়সাহেব শ্রীযুক্ত পান্নালাল চৌধুরীর
(যিনি 'রায়বাহাদুর' খেতাব পাবার জন্য উদয়াস্ত সাহেবদের পায়ে তৈল-সিঞ্চণ করে চলেছেন)
সঙ্গে মোলাকাৎ হতেই কি যে হয়ে গেল রসিকের মাথার মধ্যে—
বাস্, একটার পর একটা অভাবনীয় অঘটন।
ফল হ'ল এই যে, জামাইয়ের ওপর খাপ্পাহস্ত পান্নালাল রেগে মেগে ঘোষণা করলেন,
আজ থেকে মেয়ে তার বিধবা!
অমন বাঁদরের গুষ্টির ছেলের সঙ্গে তার কোন কুটুম্বিতে নেই!

"বাঁদরের গুষ্টি"! চমকে উঠলেন বনমালী
হতে পারে ছেলে তার বিচ্ছু, হাড়-বজ্জাত—কিন্তু তাই বলে বংশ তুলে গালাগাল!
মায়ের পরামর্শে তিনিও উল্টো তুড়ুং ঠুকলেন। বল্লেন, চাইনে অমন ঘরের বৌ।
আবার তিনি ছেলের বিয়ে দেবেন। কুলীনের ছেলের আবার বিয়ের ভাবনা?
কিন্তু এদিকে তলে তলে রসিক-অমলার মধ্যে তখন অন্য ধরণের মিতালী,
দাম্পত্য না সখ্যতা কি নামে তাকে ডাকা যায় কে জানে!
নতুন বিয়ের কথা উঠতেই চমকে উঠলো দুজনে।
বড়রা যখন বংশের ইজ্জৎ নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করছে, ছোটদের মন তখন ঘর বাঁচাতে ব্যাকুল
কিন্তু, কি করে? কি করে নতুন বিয়ে বন্ধ করা যায়?
কেন? ইতিহাসে লেখা নেই?
না হয় পরীক্ষায় বরাবর গোল্লাই পেয়েছে রসিক,
তাই বলে পৃথ্বীরাজের গল্পটাও কি সে পড়েনি? পড়েনি, কেমন করে জয়চন্দ্রের
স্বয়ংবর সভা থেকে সংযুক্তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে
পৃথ্বীরাজ একদিন ছদ্মবেশে.....???

শ্রীমান পৃথ্বীরাজ ॥ গান

গান ॥ এক

হরিদাসের বুলবুল ভাজা টাটকা ভাজা খেতে মজা
এ ভাজা খেলে পরে রুচবে না আর খাজা গজা।
মহারাণী ভিক্টোরিয়া এ ভাজা খায় রোজ কিনিয়া,
ভাজা খেয়ে বোঝে না সে কেই বা রানী কেই বা প্রজা।
কুড়মুড়িয়ে বুলবুল ভাজা বাজি রেখে খায় বুড়োবুড়ি,
এ ভাজা খায় দিদির ননদ খায় চিবিয়ে খুড়োখুড়ি।
এ ভাজা খেলে পরে নড়া দাঁত শক্ত করে,
এ ভাজা খেলে ও ভাই পথের ফকির হয় যে রাজা॥
হুড়মুড়িয়ে বুলবুল ভাজা খায় কিনে ভাই খোকাখুকি,
এ ভাজা না পেলে যে যায় যে লেগে ঠোকাঠুকি।
পেলে ভাই বুলবুল ভাজা যায় যে পরে কাড়াকাড়ি,
গরমাগরম নাওনা কিনে এই ভাজা সব তাড়াতাড়ি॥

গান ॥ দুই

ওরে মন তলপি তলপা নিয়ে এবার
ভালোয় ভালোয় কেটে পড়
এ সংসার মায়া প্রপঞ্চময় বড়।
হেথায় না থাকলে ভাই খুঁটির জোর
কেহ ওরে নয়রে তোর,
ঘাণির গোরুর মতো মিথ্যা মোহে
মিছেই কেন ঘুরে মরো।

চিতায় মানুষ পোড়ে চিন্তায় পোড়ে মন
আশার কুহক সবই কেই বা প্রিয়জন।
ওরে সঙ্গে নে তুই লোটা কম্বল
হোক না তাই পথ সম্বল
হিমালয়ে গিয়ে এবার নিজেকে নয় মুক্ত করো॥

গান ॥ তিন

সখী, ভাবনা কাহারে বলে। সখী, যাতনা কাহারে বলে।
তোমরা যে বল দিবস-রজনী "ভালোবাসা" "ভালোবাসা"—
সখী, ভালোবাসা কারে কয়! সেকি কেবলই যাতনা ময়
সেকি কেবলই চোখের জল? সেকি কেবলই দুখের শ্বাস?
লোকে তবে করে কি সুখের তরে এমন দুখের আশ।
আমার চোখে তো সকলি শোভন, সকলই নবীন সকলি বিমল,
সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন, বিশদ জোছনা, কুসুম-কোমল—
সকলই আমারি মতো। তারা কেবলই হাসে, কেবলই গায়,
হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়—না জানে বেদন, না জানে রোদন,
না জানে সাধের যাতনা যত।

ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে, জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়,
হাসিতে হাসিতে আলোক সাগরে আকাশের তারা তেয়াগে কায়
আমার মতন সুখীকে, আছে। আয় সখী, আয় আমার কাছে—
সুখী হৃদয়ের সুখের গান শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ।
প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল একদিন নয় হাসিবি তোরা—
একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা॥

গান ॥ চার

হরিদাসের বুলবুল ভাজা টাটকা ভাজা খেতে মজা,
এ ভাজা খেলে পরে রুচবে না আর খাজা গজা।
রাজা এই ভাজা খেয়ে দরবারে তার ওঠেন গেয়ে,
সেই গানেরই দাপটে ভাই ঘুমিয়ে পড়ে হারু ভজা॥

গান ॥ পাঁচ

আজি বসন্তে পিককুল গায় দখিন বাতাসে বাজিছে বাঁশি,
এত ছন্দ গন্ধ আনন্দ মাঝে শুধু সখীর অধরে নাই যে হাসি
উৎসব আজ ঘরে ঘরে
শুধু সখীর দিবস কেন হলো যে বিবশ কার অনাদরে,
কেউ ফিরেও দেখেনা প্রবোধও দেয়না
আমার সখির নিকটে আসি॥
আজ কেন হায় বারে বারে
মোর সখীর নয়ন দুটি ব্যাকুল হয়ে খুঁজে ফেরে কারে
তার সাধের মালাটি গাঁথা যে হ'ল না
ধূলিতে লুটায় বকুল-রাশি॥

গান ॥ ছয়

নরাধামে সাক্ষাত ঈশ্বর হে তব বন্দনে নন্দিত অম্বরপুর,
অভিনন্দনে নাদিত অম্বর হে, কৃপা করি করো মোরে রায়বাহাদুর
দীননাথ প্রিয় তুমি স্মরণীয় হে! পায়ালালের প্রভু অতি সুমধুর,
তব মুরতি পূজি বরণীয় হে, কৃপা করি করো মোরে রায়বাহাদুর।
কৃপা কর দয়াময় সুন্দর হে, গগনে মুখরিত তব জয়সুর—
ভাতিছ উজ্জ্বল দিবাকর হে, কৃপা করি করো মোরে রায়বাহাদুর।
মরি তবু ক্ষতি নাই প্রার্থনা মোর, অন্তিম অভিলাষ কর মঞ্জুর,
সুখে শান্তিতে আনন্দে মুদিব নয়ন যদি কৃপা করি করো রায়বাহাদুর॥

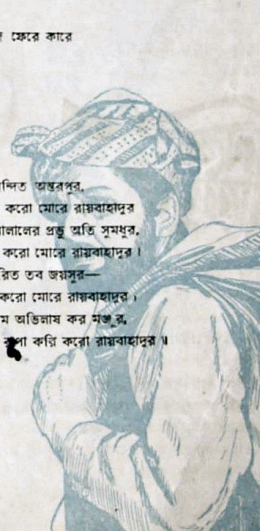

কে. এল. কাপুর
ডিস্ট্রিবিউটরের

পরের ছবি!

সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে
কে. এল. কাপুর ফিল্মসের
প্রযোজনা

কালো ভোরে ফুল

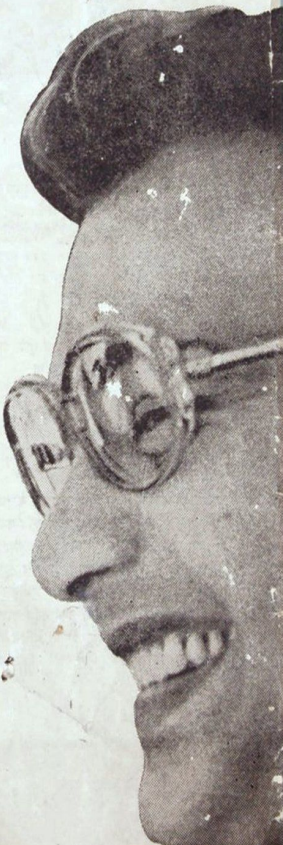

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
গীমূষ বসু
সংগীত
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
শ্রেষ্ঠাংশে
উত্তমকুমার ॥ সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়
রবি ঘোষ ॥ উৎপল দত্ত
কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় ॥ পঙ্কজ মুখোপাধ্যায়
গীতা দে ॥ বনানী চৌধুরী

চিত্রি প্রিন্টার্স কোলকাতা ছয় থেকে মুদ্রিত।